''মিষ্টি লাডলা বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদের জন্য স্বর্গ, নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে, এইজন্য এই নরক থেকে বুদ্ধি সরিয়ে নাও, একে ভুলে যাও''

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, করুণাময় বাবা তোমাদের উপরে কোন্ রূপে কিরকম করুণা করেন?

*উত্তরঃ - বাবা বলছেন - আমি বাবা রূপে মিষ্টি স্যাকারিন হয়ে বাচ্চারা তোমাদেরকে এতটা ভালোবাসা দিই, যা দুনিয়াতে অন্য কেউ দিতে পারবে না। আমি তোমাদেরকে পবিত্র ভালোবাসার দুনিয়ার মালিক বানিয়ে দিচ্ছি। টিচার হয়ে তোমাদের এমন পড়া পড়াই যে তোমরা বহিস্তের বিবি (স্বর্গের রাণী) হয়ে যাও। এই পড়া হলো মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য। এই জ্ঞান রত্ন তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেয়।

*গীতঃ- কে মাতা, কে পিতা...

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদেরকে ওম্ শান্তির অর্থ বোঝানো হয়েছে। ওম্ কথার অর্থ হলো - আই অ্যাম আত্মা, আমি আত্মা নিরাকার পরমাত্মার সন্তান। শরীরের ফাদার হলেন তিনি, যিনি জন্ম দিয়েছেন। তাকে বলা হয় শরীরের জন্মদাতা ফাদার আর শিববাবা হলেন আত্মাদের বাবা। তিনি তো আছেনই। অসংখ্য কোটি-কোটি আত্মারা নিজের নিরাকারী দুনিয়াতে থাকে। সেখানে সর্বদাই হল নির্বিকারী, বিকারী তো পরমধামে থাকতে পারবে না। প্রথমে তো এই কথা পাক্কা করতে হবে - আমি আত্মা, আমার বাবা হলেন পরমাত্মা। আত্মার সম্বন্ধে সবাই হল ভাই-ভাই। এই শরীরের বাবাকে বলা হয় লৌকিক বাবা। আত্মার বাবাকে বলা হয় পারলৌকিক বাবা। যিনি হলেন সকলের বাবা এক। আহ্বানও করতে থাকে - ও গড্ ফাদার, ও পতিত পাবন, করুণাময়! এই আত্মাও বাবাকে আহ্বান করেছেন। আত্মা এই শরীরের সাথে দুঃখী হয়ে গেছে। পুনরায় সত্যযুগে আত্মা শরীরের সাথে সুখে থাকবে, এইজন্য এর নামই হল সুখধাম, স্বর্গ। এটা হল নরক। গাওয়াও হয়ে থাকে - দুঃখে স্মরণ সবাই করে... পতিত পাবনকে স্মরণ করে। মনে করে - পতিত পাবন বাবা উপরে পরমধামে থাকেন। গঙ্গাকে পতিত-পাবনী বলা যাবে না। গঙ্গাকে এই চোখের দ্বারা দেখা যায়। নিরাকার বাবাকে অথবা আত্মাকে দেখা যায় না। পরমপিতা পরমাত্মা প্রাণদাতা, যিনি হলেন দিব্য চক্ষু বিধাতা, তাঁকে বলা হয় ও গড্ ফাদার, ক্রিয়েটার। আচ্ছা, তাহলে মাদার কোথা থেকে আসবেন? মাদার ছাড়া বাবা সৃষ্টি কিভাবে রচনা করবেন? মাদার তো অবশ্যই চাই, তাই না। গড্ ফাদার হলেন মনুষ্য সৃষ্টির রচয়িতা, তিনি হলেন সকলের বাবা। ফাদার আছেন তো মাদারও অবশ্যই থাকবেন। বাবা এসে বোঝাচ্ছেন যে - আমি হলামই নিরাকার। আমি যখন আসবো, বিবাহ করবো, তারপর তো বাচ্চা হবে। কিন্তু বিবাহ তো করা যাবে না। বাচ্চার জন্ম দিতে হবে - বিবাহ না করে। বাচ্চাদেরকে আমি অ্যাডাপ্ট করি। মনে করো কারো স্ত্রী নেই, তার যা কিছু সম্পত্তি আছে, সেটা কাউকে দিয়ে যেতে চায়, তখন ধর্ম পুত্র বানায়, অ্যাডাপ্ট করে তো মা বাবা দুজনেই হলেন, তাই না। তাই অসীম জগতের বাবা বলছেন আমিও হলাম ফাদার। আমি কিভাবে রচনা করবো? বোঝার বিষয় তাই না। বাবা নিজে এসে বোঝাচ্ছেন - আমার তো শরীর চাই, তাই না। তাই এনার আধার নিই। তোমরা বলে থাকো যে - আমরা হলাম ঈশ্বরের সন্তান। ঈশ্বরের সন্তান তো সবাই, কিন্তু এইসময় বাবা সম্মুখে এসেছেন। বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরকে নিজের কোলে তুলে নিয়েছেন। তোমরাও বুঝতে পারো যে আমরা বাবার বাচ্চা হয়েছি। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। স্বর্গের মালিক বানানোর জন্য রাজযোগ শেখাচ্ছেন। নিজে বসে বলছেন - আমি হলাম নিরাকার গড্ ফাদার। নিরাকারকে মনুষ্য সৃষ্টির রচয়িতা কিভাবে বলবে? তাই বাচ্চাদেরকে অ্যাডাপ্ট করে তাদেরকেই বসে বোঝাচ্ছেন যে আমি হলাম নিরাকার শিব। তোমরাও হলে নিরাকার আত্মা। তোমরা গর্ভ জেলে আসো, আমি গর্ভ জেলে আসি না। তোমাদের জন্য অর্ধেক কল্প হল গর্ভ মহল আর অর্ধেক কল্প হল গর্ভ জেল কেননা অর্ধেক কল্প মায়া রাবণ পাপ করায়। সত্যযুগে মায়া থাকবে না যে পতিত দুঃখী বানাবে। আমি ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রদান করি। নতুন দুনিয়া স্বর্গকে বলা যায়। মহলও পুরানো হয়ে যায় তখন পুরানোকে বিদায় দিয়ে নতুন মহলে যায়। এটাও হল পুরানো দুনিয়া, তাই না। সেটা হল নতুন দুনিয়া গোল্ডেন এজ, পবিত্র দুনিয়া। তাই বাবা বলছেন - লাডলা বাচ্চারা, আমি তোমাদের জন্য স্বর্গ স্থাপন করছি, তোমরা নরকের প্রতি বুদ্ধি কেন লাগাচ্ছো? এখন নরককে ভুলে যাও। আমাকে (বাবাকে) আর স্বর্গকে স্মরণ করো, পুরানো দুনিয়াকে ভুলতে থাকো। এটা হল অসীম জগতের সন্ন্যাস। পুরানো দেহের সাথে যা কিছু দেখছো, সেসবের থেকে মমত্ব সরিয়ে দাও। মনে মনে ভাবো - আমি সবকিছু ঈশ্বরকে দিয়ে দিয়েছি। এই শরীর, ধন, দৌলত, বাচ্চা ইত্যাদি সব কিছু বিনাশ হয়ে যাবে। এটা হল সেই মহাভারী মহাভারতের যুদ্ধ, যার দ্বারা মুক্তি-জীবন্মুক্তির গেটস্ খুলবে। হরির দ্বার বলে থাকে তাই না। হরি বলা হয় শ্রীকৃষ্ণকে, তার দ্বার হল বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠের

গেট বাবা এসে খোলেন। সেখানে কোনও পতিত যেতে পারবে না এইজন্য বাবা সবাইকে পতিত থেকে পাবন বানাচ্ছেন, দুঃখ থেকে লিবারেট (মুক্ত) করছেন। অন্য কেউ লিবারেট করতে পারবেনা। বাবা-ই হলেন দুঃখহর্তা, সুখ কর্তা। বাবা বলছেন - আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছি। সদাকালের জন্য সুখ দিতে এসেছি। আমি তোমাদের জন্য হাতের উপর বহিস্ত (স্বর্গ) নিয়ে এসেছি। তোমরা রাজযোগ শিখে মানুষ থেকে দেবতা হচ্ছ। বুদ্ধিও বলে যে এটা অবশ্যই বোঝার বিষয়। এটা হল পুরানো দুনিয়া, পুনরায় নতুন হবে। সর্বশক্তিমান হলেন এক বাবা, যিনি নিজের শক্তি দ্বারা স্বর্গের মালিক বানাচ্ছেন। সবাই চায়-ও যে এক রাজ্য হোক, অলমাইটি অথোরিটি রাজ্য হোক। সেটা তো সত্যযুগ ত্রেতাতে অটল, অখন্ড, সুখ-শান্তিময় দেবী-দেবতাদের রাজধানী ছিল, কোনও বিঘ্ন ছিল না। তাকে অদ্বৈত রাজ্য বলা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় কোনও ধর্মই থাকবে না, যার জন্য দুঃখ হবে! এখন দেখো বিদেশে যদিও এক খ্রীষ্টান ধর্ম আছে তথাপি তাদের নিজেদের মধ্যে অনেক যুদ্ধ হয় কেননা মায়ার রাজ্য তাই না। সত্যযুগে মায়া থাকবে না। এখন বলে যে - ও গড় ফদার দয়া করো। বাবা বলেন - দয়া তো সকলকেই করবো। সকল বাচ্চাকে পাপ থেকে মুক্ত করি অর্থাৎ পতিত দুনিয়া থেকে লিবারেট (মুক্ত) করি। তোমাদের সকলকে নিয়ে যাই নিরাকারী দুনিয়াতে। আর এই শরীর তো ভষ্ম হয়ে যাবে। ন্যাচারাল ক্লাইমেটিজ্ (প্রাকৃতিক দুর্যোগ) বলা হয়ে থাকে। তার প্রভাবও দেখছো। ফেমিন (দুর্ভিক্ষ) অবশ্যই হবে।

এখন বাবা বলছেন এই নোংরা ছিঃ-ছিঃ দুনিয়ার থেকে মমত্ব চূর্ণ করো। অসীম জগতের বাবা হলেন স্যাকারিন। তিনি বলছেন - আমি তোমাদেরকে যেরকম ভালোবাসী, এইরকম আর কেউ বাসতে পারবে না। এখন তোমাদেরকে পবিত্র দুনিয়ার মালিক বানাচ্ছি। রাজা হওয়ার জন্য তোমরা এখন পড়াশোনা করছো। এইম্ অবজেক্ট বুদ্ধিতে আছে। নতুন কেউ এসব কথা বুঝতে পারবে না, যতক্ষণ তাকে বসে কেউ বোঝাবে। এক সপ্তাহেই সে বুঝবে যে- তাকে মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে, এইজন্য বাবাকে জাদুগর বলা হয়। জ্ঞান রত্নের দ্বারা মানুষ থেকে দেবতা বানাচ্ছি। তাঁকে রত্নাকর, সৌদাগর, পরিব্রাজকও বলা হয়। বাবা এসে তোমাদেরকে স্বর্গের মহারাজা-মহারাণী বানাচ্ছেন। তিনি পরিব্রাজকরূপেও কত সুন্দর! তোমরা যারা কোনও কাজেরই ছিলেনা, তোমাদেরকে এসে বহিস্তের বিবি বানাই। তোমরা জানো যে আমরা সূর্যবংশী-চন্দ্র বংশী হওয়ার জন্য পড়ছি। পরমাত্মা পড়াচ্ছেন। তোমরা এখানে কোন্ পড়াশোনা করছো? তোমরা বলবে যে আমরা এখানে মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য পড়ছি কেননা এই আসুরিক গুণবিশিষ্ট মনুষ্য সৃষ্টির বিনাশ হয়ে যাবে। বলে থাকে আমার নির্গুণ শরীরে কোনও গুণ নেই। তো সেই করুণাময় বাবা বসে তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন। সকল ধর্মের মানুষ এক নিরাকার বাবাকেই পরমাত্মা মানে। সাধারণ মানুষ যদিও গড় ফাদার বলে থাকে কিন্তু জানে না যে তিনি কে? কোথায় আসেন? এখন তোমরা জানো যে পাবন দুনিয়া স্থাপন করার জন্য তিনি পুরানো পতিত দুনিয়াতে আসেন। পুরানো দুনিয়াকে নতুন বানাতে আসেন। নতুন দুনিয়াতে তো সুখই সুখ। বাবা বলছেন - নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে প্রতি কল্পে আমাকে আসতেই হয়। এটা তো বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায় যে রাতের পর দিন আসে। পুনরায় চক্রানুসারে কলিযুগ আসে। কলিযুগের পর পুনরায় সত্যযুগ অবশ্যই আসবে, তাই না। বাচ্চারা তোমাদেরকে বলাই হয় স্বদর্শন চক্রধারী। আত্মা জানে যে আত্মা ৮৪ জন্ম কিভাবে নেয়। কোনও মানুষ অন্য মানুষের সদ্গতি করতে পারে না। আমিই এসে বোঝাই। আমি তোমাদেরকে পাবন বানাই, যোগবলের দ্বারা তোমরা বিশ্বজয় করতে পারো। বাবা হলেন সর্বশক্তিমান। বাবার থেকে তোমাদের অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। আকাশ, পৃথিবী, সাগর ইত্যাদি সব তোমাদের হয়ে যাবে। এখানে তো দেখো আকাশ ও জলের উপরেও নিজেদের অধিকার দেখাচ্ছে। বলে যে আমাদের জলের সীমানার মধ্যে তোমরা আসবে না। তোমরা তো সেখানে সমগ্র বিশ্বের উপর রাজত্ব করবে তাই না। সেটা তো হল স্বর্গ, তাই না! স্বর্গকে ভোলা যায় না। মানুষ যখন মারা যায়, তখন বলে স্বর্গবাসী হয়েছে। কিন্তু স্বর্গ আছে কোথায়? অবশ্যই নরকও আছে। এটা হলই হেল (নরক)। সব মানুষই হল দুঃখী, সবাই হল পতিত। এটা হলই রাবণের রাজ্য, যাকে প্রতি বছর পোড়ানো হলেও, সে পোড়ে না। রাবণকে একশো ফুট লম্বা বানায় আর প্রতি বছর লম্বায় বাড়তেই থাকে। দিন-প্রতিদিন লম্বা করতে থাকে কিন্তু বুঝতে পারেনা, কেন লম্বা করছে? এটা হল বোঝার বিষয়।

এখানে দেখো যখন মুরলী চলে, তখন টেপ রেকর্ডারে রেকর্ড করা হয়, কারণ গোপিকারা মুরলী ছাড়া থাকতেই পারে না। এটাই হল তার জন্য ব্যবস্থা। মুরলী না শুনলে তো ছটফট করতে থাকে, কেননা এই মুরলীই জীবনকে হীরেতুল্য বানিয়ে দেয়। এখানে বাবা পড়াচ্ছেন, যে মুরলী আবার লন্ডন আমেরিকাতেও যাবে। বাচ্চারা মুরলী শুনে খুব খুশী হয়। গাওয়াও হয়ে থাকে গোপিকারা মুরলী ছাড়া থাকতে পারতো না। এই নলেজ গড ফাদারই শোনান। মুখ্য একটা কথা বোঝাতে হবে যে ইনি হলেন আমাদের অসীম জগতের বাবা, এঁনার থেকেই স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। আত্মা বলে যে আমার বাবা হলেন পরমাত্মা, তিনি আত্মাদেরকে পড়াচ্ছেন। এইরকম আর কেউ বলতে পারবে না যে - আমি আত্মা তোমাদেরকে (আত্মাদেরকে) পড়াচ্ছি। এমনও বলবে না যে আমি হলাম পরমাত্মা, নলেজফুল। বাচ্চারা তোমাদেরকে খুব ভালোভাবে

বোঝানো হয়, কিন্তু সকলের বুদ্ধি তো একরকম হয় না। কারো সতোপ্রধান বুদ্ধি, কারো সতঃ, রজঃ, তমঃ... এতে টিচার কি করবেন? টিচার বলবেন - পড়াশোনার উপর সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন দাওনি। গড় ফাদার তো হলেন নলেজফুল। যেরকম টিচার হলেন নলেজফুল, স্টুডেন্টদের পড়াচ্ছেন, নিজের সমান তৈরী করছেন, এছাড়াও এই সৃষ্টিচক্রের নলেজ কেবলমাত্র গড ফাদারের কাছেই আছে, আর কেউ জানে না। বাবা-ই নলেজ শিখিয়ে নলেজফুল বানাচ্ছেন। বাবা হলেন নলেজফুল, সবথেকে উঁচু। উঁচু যার নাম, উঁচুতে যাঁর বাসস্থান। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর হলেন সূক্ষ্মবতন বাসী। থার্ড গ্রেডে আছে মানুষ। মানুষের মধ্যেও গ্রেড আছে। সত্যযুগে মানুষের গ্রেড অনেক উঁচু থাকে। তোমরা গোল্ডেন এজে যাচ্ছো। আয়রন এজ বিনাশ হয়ে যাবে। গোল্ডেন এজ আছে তো সিলভার এজ নেই, কপার এজ আছে তো আয়রন এজ নেই। এইসব কথা বুদ্ধিতে রাখতে হবে, এইজন্য চিত্র বানানো হয়েছে। সত্যযুগে খুব অল্প মানুষ থাকবে। কলিযুগে অসংখ্য মানুষ আছে। জিজ্ঞেস করে - বাবা, বিনাশ কবে হবে? বিনাশ তখনই হবে, যখন নাটক সম্পূর্ণ হবে, সবাই চলে যাবে। বাবা হলেন মুক্তি-জীবন্মুক্তির গাইড। তিনি পরমধামে থাকেন। তোমরাও সেখানে থাকতে, এখানে এসেছো ভূমিকা পালন করতে। বাবা বলছেন - বাচ্চারা তোমাদেরকে মায়ার বিরুদ্ধে জয়ী হতে হবে। এতে হিংসার কোনও কথা নেই। সত্যযুগে হিংসা হয় না। সেখানে থাকেনই সম্পূর্ণ নির্বিকারী দেবী-দেবতারা। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বুদ্ধির দ্বারা অসীম জগতের সন্ন্যাস করতে হবে। পুরানো দেহের সাথে যা কিছু এই চোখ দিয়ে দেখা যায়, সেই সবকিছুর থেকে মমত্ব সরিয়ে বাবা আর স্বর্গকে স্মরণ করতে হবে।

২) এই পড়া ভালো ভাবে ধারণ করে বুদ্ধিকে সতোপ্রধান বানাতে হবে। মুরলীই হলো পড়া। মুরলীর প্রতি খুব-খুব ভালো করে মনোনিবেশ করতে হবে।

বরদানঃ- ভাগ্যের নতুন নতুন স্মৃতির দ্বারা পুরুষার্থে রমণীকতার অনুভবকারী মনেপ্রাণে সুস্থ ভব

ব্রাহ্মণ জীবন অন্তিম জন্ম হওয়ার কারণে শরীর যতই দুর্বল হোক বা অসুস্থ হোক, কিন্তু মন সকলেরই সুস্থ থাকে। উৎসাহ-উদ্দীপনায় উড়তে থাকে। শক্তিশালী মনের লক্ষণ হলো - সেকেণ্ডে যেখানে চায়, সেখানেই পৌঁছে যায়, এরজন্য সর্বদা নিজের ভাগ্যের গীত গাইতে থাকো, উড়তে থাকো। অমৃতবেলায় ভাগ্যের নতুন নতুন স্মৃতিগুলিকে স্মরণ করো। কখনও কোনো প্রাপ্তিকে সামনে রাখো, কখনও কোনো... তাহলে পুরুষার্থে রমণীকতা এসে যাবে। বোর (একঘেয়েমী) হবে না, নবীনতার অনুভব করবে।

স্লোগানঃ- আগে পিছে চিন্তাভাবনা করে প্রতিটি কর্ম করো, তাহলে সফলতা প্রাপ্ত হতে থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent

3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;